পশ্চিমবঙ্গ সরকার
পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর
(গ্রামোন্নয়ন শাখা)
জেশপ বিল্ডিং, ৬৩ নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা-১

নং ৩১০৭ আর.ডি/এন.আর.ই.জি.এ/ ১৮ এস-০১/০৬ তাং: ০৭.০৪.২০০৮

প্রেরক: মানবেন্দ্র নাথ রায়, আই.এ.এস
প্রধান সচিব, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

প্রাপক: ১) জেলাশাসক, ... জেলা
২) অতিরিক্ত নির্বাহী আধিকারিক, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ

বিষয়: জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টী প্রকল্পের কাজ প্রাপ্ত পরিবারগুলির সঠিক হিসাব সংক্রান্ত নির্দেশিকা

মহাশয়/মহাশয়া,

জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টী প্রকল্পে কাজ প্রাপ্ত প্রতিটি পরিবার গড়ে কতদিন করে কাজ পেয়েছেন তা এই প্রকল্পের সাফল্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি। তাই যে সমস্ত পরিবার এই প্রকল্পে কাজ পেয়েছেন সঠিক ভাবে তাদের সংখ্যা নিরুপণ অত্যন্ত জরুরি। এ বিষয়ে Form-III রেজিষ্টার হালনাগাদ (upto date) রাখা এবং তার ভিত্তিতে প্রতি মাসে কাজ প্রাপ্ত পরিবারগুলির সংখ্যা সঠিক ভাবে নিরূপণ করার জন্য বিশদ নির্দেশিকা এই দপ্তরের নং ৮৭৭৭ (১৮)আর.ডি/এন.আর.ই.জি.এ/ ১৮ই-০৩/০৬ (অংশ), তাং: ০৫.০২.২০০৭ এ প্রেরিত হয়েছে। কিন্তু জেলাগুলি থেকে প্রাপ্ত মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন (Monthly Progress Report) গুলি পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে এখনো কাজ প্রাপ্ত পরিবারগুলির পরিসংখ্যানে যথেষ্ট গরমিল আছে। এর মূল কারণ গ্রাম পঞ্চায়েত গুলিতে যেখান থেকে এই হিসেব সঠিকভাবে পাওয়া যায় সেই Form-III রেজিষ্টার সঠিকভাবে হালনাগাদ রাখা হচ্ছে না, যার ফলে একই পরিবারকে একাধিকবার নতুন পরিবার হিসেবে গণনা করা হচ্ছে। এই কারণে পরিবার পিছু গড় কর্ম দিবসের সঠিক হিসেব পাওয়া সম্ভব হচ্ছেনা। নির্দেশিকায় স্পষ্ট করে বলা আছে যে, প্রতি মাসে যে সব নতুন পরিবার কাজ চেয়েছেন বা কাজ পেয়েছেন তাদের সংখ্যাই সেই মাসের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদনের (MPR) নির্দিষ্ট কলামে লিপিবদ্ধ করতে হবে। Form-III রেজিষ্টারের ভিত্তিতে সঠিক হিসেব না পাওয়ার কারনে এই পরিসংখ্যানে একটি বড় ঘাটতি লক্ষ করা যাচ্ছে।

নতুন বছরের (২০০৮-০৯) শুরু থেকেই যাতে কাজ প্রাপ্ত পরিবারের সংখ্যা সঠিক ভাবে রাখা যায় তা অবশ্যই সুনিশ্চিৎ করতে হবে। কোন বিশেষ কারণে Form-III রেজিষ্টার হালনাগাদ করা না গেলেও যাতে কাজ প্রাপ্ত পরিবারগুলির পরিসংখ্যান সঠিক ভাবে নিরূপণ করা যায় তার জন্য নিম্নে বর্ণিত উপায়টি গ্রহণ করা যেতে পারে।

প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত নীচের ছক অনুযায়ী প্রতিমাসে নতুন কাজপ্রাপ্ত পরিবারের সংখ্যার হিসাব রাখতে পারে

কাজপ্রাপ্ত পরিবারের সংখ্যার হিসাবের ছক

ব্লকের নাম :
গ্রাম পঞ্চায়েতের নাম :
সংসদের নং ও নাম :
আর্থিক বছর : ২০০৮-০৯

কাজপ্রাপ্ত পরিবার (নতুন)													
ক্রমিক সংখ্যা	জব কার্ড নং	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	অগাষ্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর	জানুয়ারী	ফেব্রুয়ারী	মার্চ
১	০০১												
২	০০২												
৩	০০৩												
	মোট পরিবার												

ছক পূরণের পদ্ধতি:

১. উপরে বর্ণিত ছকটি সংসদওয়ারী রাখতে হবে। অর্থাৎ, প্রত্যেক সংসদের জন্য পৃথক পৃথক ছক পূরণ করতে হবে।

২. প্রথমেই জব কার্ড নম্বরের জন্য নির্দিষ্ট কলামে ঐ সংসদের সমস্ত জব কার্ড প্রাপ্ত পরিবারগুলির জব কার্ড নম্বর পর পর লিখে ফেলতে হবে।

৩. এপ্রিল মাসে যে সমস্ত পরিবার কাজ পেয়েছেন তাদের জব কার্ড নম্বরের ভিত্তিতে উক্ত মাসের জন্য নির্দিষ্ট কলামে একটি √ (টিক) চিহ্ন দিতে হবে। এখানে মনে রাখা দরকার এপ্রিল মাসে একই পরিবার একাধিক বার কাজ পেলেও তার জবকার্ড নম্বরের পরিপ্রেক্ষিতে তাকে একবারই √ (টিক) চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত করতে হবে।

৪. যেহেতু এপ্রিল মাসে কাজ প্রাপ্ত পরিবারগুলি ঐ আর্থিক বছরের পরবর্তী কোন মাসে আবার কাজ পেলেও আর নতুন পরিবার হিসেবে পরবর্তী মাস গুলিতে গণ্য হবেন না, তাই ঐ পরিবারগুলির জব কার্ড নম্বরের পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তী সবকটি মাসের জন্য নির্দিষ্ট কলামগুলি কালো করে দিতে হবে, অথবা লাল কালি দিয়ে কেটে দিতে হবে। এবং বাকি যে পরিবারগুলি এপ্রিল মাসে কাজ করলো না তাদের জবকার্ড নম্বরের পাশে এপ্রিল মাসের জন্য নির্দিষ্ট কলামটি কালো করে দিতে হবে, অথবা লাল কালি দিয়ে কেটে দিতে হবে।

৫. এরপর মে মাসে শুধুমাত্র যে পরিবারগুলি এই আর্থিক বছরে প্রথম কাজ পেল তাদের জব কার্ড নম্বরের ভিত্তিতে মে মাসের জন্য নির্দিষ্ট কলামে √ (টিক) চিহ্ন দিতে হবে, এবং যেহেতু মে মাসে যে সমস্ত পরিবারকে নতুন পরিবার হিসেবে চিহ্নিত করা হল তারা পরবর্তী মাসগুলিতে নতুন পরিবার হিসেবে গণ্য হবেন না, তাই পরবর্তী সবকটি মাসের জন্য নির্দিষ্ট কলামগুলি কালো করে দিতে হবে অথবা লাল কালি

দিয়ে কেটে দিতে হবে। এখানে মনে রাখতে হবে যে, মে মাসে কাজ প্রাপ্ত পরিবারগুলির মধ্যে যে সমস্ত পরিবার এপ্রিল মাসে কাজ পেয়েছেন তাদের মে মাসের হিসেবে আনা যাবেনা। (সেইজন্য এপ্রিল মাসের তথ্য নথিভুক্তির সময় পরবর্তী মাসের ঘরগুলি কালো করার কথা বলা হয়েছে)।

৬. এখানে আরো একটি বিষয় পরিষ্কার হওয়া দরকার যে, কোনও পরিবার কোনও মাসে নতুন পরিবার হিসেবে চিহ্নিত হলে সেই মাস ছাড়া পরবর্তী অন্য কোন মাসে ঐ পরিবারের কোন সদস্য কাজ করে থাকলেও সেক্ষেত্রে উক্ত পরিবার নতুন পরিবার হিসেবে গণ্য হবে না।

৭. অনুরূপভাবে পরবর্তী মাসগুলিতেও নতুন কাজপ্রাপ্ত পরিবারগুলিকে চিহ্নিত করার জন্য এই পদ্ধতিতে ছকটি পূরণ করতে হবে। প্রত্যেক বছর এপ্রিল থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত এই পদ্ধতিতে ছকটি পূরণ করতে হবে।

৮. প্রত্যেক মাসের নতুন পরিবার হিসেবে চিহ্নিত পরিবারগুলিকে যোগ করলে ঐ মাসে মোট কাজপ্রাপ্ত নতুন পরিবারের সংখ্যা পাওয়া যাবে।

নীচে একটি নমুনা দেওয়া হল, যার থেকে প্রত্যেক মাসে মাষ্টার রোল থেকে কীভাবে নতুন কাজ প্রাপ্ত পরিবারগুলির হিসেব সহজে করা হবে তা দেখানো হয়েছে।

উদাহরণ:

১. ধরা যাক কোন একটি সংসদে ১১ টি জব কার্ড প্রাপ্ত পরিবার আছে।
২. প্রথমেই জবকার্ড নম্বরগুলি নির্দিষ্ট কলামে লিখে ফেলা হয়েছে।
৩. এর পর এপ্রিল মাসে দেখা গেছে যে ০০১, ০০৪, ০০৫, ০০৬ এবং ০১০ নম্বরের জবকার্ড প্রাপ্ত পরিবারগুলি এক বা একাধিকবার কাজ করেছে। ফলে তাদের জবকার্ড নম্বরের পাশে এপ্রিল মাসের জন্য নির্দিষ্ট কলামে √ (টিক) চিহ্ন দেওয়া হয়েছে এবং যেহেতু ঐ পরিবারগুলি পরের মাসগুলিতে আর কাজ পেলেও নতুন পরিবার হিসেবে গণ্য হবেনা তাই বাকি মাসগুলির জন্য নির্দিষ্ট কলামগুলিকে কালো করে দেওয়া হয়েছে। এভাবে চিহ্নিত করে এপ্রিল মাসে মোট নতুন কাজ প্রাপ্ত পরিবারগুলির সংখ্যা হল ৫। একই সঙ্গে বাকি যে পরিবারগুলি এপ্রিল মাসে কাজ করলো না তাদের জবকার্ড নম্বরের পাশে এপ্রিল মাসের জন্য নির্দিষ্ট কলামটিকে কালো করে দেওয়া হল।
৪. ধরা যাক মে মাসে ০০১, ০০৫, ০০৬, ০০৭, ০১০ এবং ০১১ নম্বরের জব কার্ড প্রাপ্ত পরিবারগুলির কোন না কোন সদস্য কাজ করেছে। এদের মধ্যে ০০১, ০০৫, ০০৬, এবং ০১০ জবজার্ড নম্বরের পরিবারগুলি এপ্রিল মাসে কাজ করেছে। ফলে মে মাসে শুধুমাত্র ০০৭ এবং ০১১ নম্বরের জব কার্ড প্রাপ্ত পরিবারগুলিই নতুন কাজপ্রাপ্ত পরিবার হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। ফলে ঐ দুটি পরিবারের জবকার্ড নম্বরের পরিপ্রেক্ষিতে মে মাসের কলামে √ (টিক) চিহ্ন দেওয়া হয়েছে এবং যেহেতু পরবর্তী কোন মাসে কাজ করলেও এই পরিবারদুটি নতুন পরিবার হিসেবে গণ্য হবে না তাই পরবর্তী বাকি মাসগুলির জন্য নির্দিষ্ট কলামগুলিকে কালো করে দেওয়া হয়েছে।
৫. মে মাসে যে সমস্ত পরিবার কাজ পায়নি তাদের জবকার্ড নম্বর সংশ্লিষ্ট মে মাসের জন্য নির্দিষ্ট কলামটিকে কালো করে দেওয়া হয়েছে।
৬. ছক থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ০০৯ নম্বরের জবকার্ড প্রাপ্ত পরিবারটি প্রথম কাজ করেছে অক্টোবর মাসে এবং ০০৮ নম্বরের জবকার্ড প্রাপ্ত পরিবারটি প্রথম কাজ করেছে ডিসেম্বর মাসে।
৭. এভাবে হিসেব করে কয়েকটি মাসে মোট পরিবারের জন্য নির্দিষ্ট ঘরে দেখা যাচ্ছে ০ টি পরিবার। এর অর্থ এমন নয় যে ঐ মাসগুলিতে কোন পরিবার কাজ করেনি, এর অর্থ হল ঐ মাসগুলিতে নতুন কোন

পরিবার কাজ করেনি। আগের মাসগুলিতে কাজ করেছে এমন পরিবারগুলিই শুধু ঐ মাসগুলিতে কাজ করেছে।

কাজপ্রাপ্ত পরিবার (নতুন)													
ক্রমিক সংখ্যা	জব কার্ড নং	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	অগাষ্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর	জানুয়ারী	ফেব্রুয়ারী	মার্চ
১	০০১	√	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
২	০০২	■	■	■	■	√	■	■	■	■	■	■	■
৩	০০৩	■	■	√	■	■	■	■	■	■	■	■	■
৪	০০৪	√	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
৫	০০৫	√	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
৬	০০৬	√	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
৭	০০৭	■	√	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
৮	০০৮	■	■	■	■	■	■	■	■	√	■	■	■
৯	০০৯	■	■	■	■	■	■	√	■	■	■	■	■
১০	০১০	√	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
১১	০১১	■	√	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	মোট পরিবার	৫	২	১	০	১	০	১	০	১	০	০	০

গ্রাম পঞ্চায়েত ব্যতিত অন্যান্য রূপায়ণকারী সংস্থার ক্ষেত্রে প্রতিমাসে কোন কোন পরিবারকে তারা কাজ দিয়েছে শুধুমাত্র তার হিসাব সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতে যথাসময়ে অবশ্যই পাঠাতে হবে, যাতে অন্যান্য রূপায়ণকারী সংস্থাগুলির মাধ্যমে কাজ প্রাপ্ত পরিবার এবং গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে কাজ প্রাপ্ত পরিবার এই দুই হিসাব থেকে গ্রাম পঞ্চায়েত উপরোক্ত পদ্ধতিতে ছকটি সঠিক ভাবে পূরণ করতে পারে।

চলতি আর্থিক বছরের (২০০৮-০৯) এপ্রিল মাস থেকেই এই কাজটি শুরু করতে হবে। গ্রাম পঞ্চায়েত এবং অন্যান্য প্রকল্প রূপায়ণকারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মীদের এ বিষয়ে বিশদভাবে অবগত করার জন্য এখনই ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ জানাই।

এই প্রসঙ্গে এই কথা মনে রাখা অত্যন্ত জরুরী যে, উপরোক্ত পদ্ধতিতে হিসেব রাখা শুধু কাজপ্রাপ্ত পরিবারগুলির সঠিক সংখ্যা নিরূপণের একটি সহজতর উপায় মাত্র, এটি কখনোই Form-III রেজিষ্টার হালনাগাদ (up to date) করার বিকল্প নয়। Form-III রেজিষ্টার হালনাগাদ করে রাখা একটি আইনি অবশ্যপালনীয় কর্তব্য। এবং গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে অবশ্যই Form-III রেজিষ্টার নিয়মিত হালনাগাদ করে রাখতে হবে।

ভবদীয়,

(মানবেন্দ্র নাথ রায়)